রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, আগস্ট ১১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০৮ আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৬৯-আইন/২০২১/৪৪/কাস্টমস।—Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা পচনশীল পণ্য দ্রুত খালাস ও নিষ্পত্তিকরণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969);

(খ) "এজেন্ট" অর্থ আইনের section 2(a) এ সংজ্ঞায়িত agent;

(গ) "কমিশনার" অর্থ আইনের section 3 এর অধীন নিযুক্ত কমিশনার অব কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(২৩) অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশনার, মূল্য সংযোজন কর;

(ঘ) "কাস্টমস কর্মকর্তা" অর্থ আইনের section 3 এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঙ) "নিবন্ধিত ব্যবহারকারী" অর্থ আইনের section 2(qqq) তে সংজ্ঞায়িত registered user;

(চ) "নিলাম" অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত প্রকাশ্য, তাৎক্ষণিক, সিল্ড, এবং ই-নিলাম পদ্ধতি ব্যবহারপূর্বক পণ্যের নিষ্পত্তি;

(ছ) "নিষ্পত্তি" অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত নিলাম বা ধ্বংসকরণ বা অন্যবিধ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তিযোগ্য পণ্যের নিষ্পত্তি;

(জ) "পচনশীল পণ্য" অর্থ পরিশিষ্টে উল্লিখিত পণ্য;

(ঝ) "বোর্ড" অর্থ আইনের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত Board;

(ঞ) "যথাযথ কর্মকর্তা" অর্থ আইনের section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত appropriate officer; এবং

(ট) "সিস্টেম" অর্থ আইনের section 2 (ii) এ সংজ্ঞায়িত Customs computer system।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পণ্য খালাস**।—কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, পচনশীল পণ্যের কোনো ক্ষতি বা গুণগত বা পরিমাণগত মান যাহাতে নষ্ট না হয় উহা বিবেচনায় রাখিয়া, পণ্য খালাসের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি ও আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে, যথাশীঘ্র সম্ভব, পণ্যচালান ছাড়করণ নিশ্চিত করিবে।

৪। **বৈধ প্রক্রিয়ায় আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পচনশীল পণ্যের খালাস**।—(১) আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বা এজেন্ট বা ক্ষেত্রমত, কোনো নিবন্ধিত ব্যবহারকারী আইনের বিধান অনুযায়ী সিস্টেমে নির্ধারিত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট দাখিল করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং (Pre-arrival Processing) এর ক্ষেত্রে দাখিলকৃত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট সংশ্লিষ্ট আদেশ মোতাবেক অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বা এজেন্ট বা ক্ষেত্রমত, কোনো নিবন্ধিত ব্যবহারকারী সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিবার সময় বা পরবর্তীকালে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত প্রতিলিপি যথাযথ কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট সিস্টেমে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত শুল্কায়ন শাখায় জমা হইবে।

(৪) দাখিলকৃত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত না হইলে বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দপ্তর কর্তৃক ভিন্নতর কোনো নির্দেশনা না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা অনতিবিলম্বে পণ্যচালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবে।

(৫) দাখিলকৃত আমদানি বা রপ্তানি মেনিফেস্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিশনার বা কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট বা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বা অন্য কোনো দপ্তরের ভিন্নতর কোনো নির্দেশনা থাকিলে বা সিস্টেমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কায়িক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইলে কায়িক পরীক্ষা বা নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশন বা উভয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষণ ও শুল্কায়ন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) কায়িক পরীক্ষা বা নন-ইনট্রুসিভ ইন্সপেকশনের জন্য নির্বাচিত পণ্য চালানসমূহের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখা তৎকর্তৃক নির্ধারিত পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ বা অন্যবিধ বিষয়ে জিজ্ঞাস্যসমূহ সিস্টেমের ইন্সপেকশন অ্যাক্ট অংশে লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্য পরীক্ষণ শাখা এবং ওয়্যারহাউস শাখায় প্রেরণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক কর্তৃক মনোনীত এজেন্টকেও উক্তরূপ প্রেরণের বিষয়টি অবগত করিবে;

(খ) পণ্য পরীক্ষণ শাখা কর্তৃক পণ্য পরীক্ষণপূর্বক যথাসম্ভব পরীক্ষণের দিনই পরীক্ষণ প্রতিবেদন সিস্টেমের ইন্সপেকশন অ্যাক্টে লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট শুল্কায়ন শাখায় প্রেরণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে পণ্য পরীক্ষণ শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে যুক্তি সঙ্গত বর্ধিত সময়ে পরীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল করা যাইবে;

(গ) দফা (খ) এর অধীন সিস্টেমে পণ্যচালানের পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে, আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি-বিধানের অধীন শুল্কায়ন শাখা অনতিবিলম্বে উক্ত পণ্যচালানের শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবে এবং শুল্ক-কর পরিশোধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হইলে অনতিবিলম্বে পণ্যচালান খালাস প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আইনের ধারা ৮০ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে পচনশীল পণ্যের শুল্কায়ন করা যাইবে।

৫। **কাস্টম হাউস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা কাস্টমস স্টেশনে কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্ব**।—(১) পচনশীল পণ্যচালানের খালাস ব্যবস্থাপনা ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিটি কাস্টম হাউস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা কাস্টমস স্টেশনে পচনশীল পণ্যের পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য সুনির্দিষ্ট শাখা বা গ্রুপ নির্ধারিত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত শাখা বা গ্রুপ পচনশীল পণ্যের পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাস করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক ভিন্ন কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্য কোনো মাধ্যমে বিশেষ তথ্য বা সংবাদ নাই, সেই ক্ষেত্রে পচনশীল পণ্যচালান খালাসের নিমিত্ত বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সর্বোচ্চ ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষণ, শুল্কায়ন ও খালাস কার্য সম্পন্ন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো দায়, অপরিশোধিত চার্জ, ফি বা অন্য কোনো পাওনা থাকিলে অথবা শুল্কায়িত চালানের পরিশোধযোগ্য কর যথাসময়ে পরিশোধ না করিলে, উক্ত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদ্যমান অন্য কোনো আইন, বিধি, আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশে উল্লিখিত শর্তাদি পূরণ করা হইয়াছে মর্মে সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৫) পচনশীল পণ্যচালান খালাস বিষয়ে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় সিস্টেমে বিল অব এন্ট্রি বা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত দাপ্তরিক সময়সূচি বহির্ভূত সময়ে ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক অবহিতকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ কর্মকর্তা উক্ত পচনশীল পণ্যচালানের পরীক্ষণ, শুল্কায়ন, খালাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে।

(৬) পচনশীল যে সকল পণ্য আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্রের আবশ্যকতা রহিয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে, পণ্যচালান আগমন বা বহির্গমনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা প্রতিনিধি, কাস্টমস কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য সনদ বা অনাপত্তিপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে।

ব্যাখ্যা।—"বিশেষায়িত সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র" বলিতে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন/নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, উদ্ভিদ সঙ্গানিরোধ দপ্তর, প্রাণী সঙ্গানিরোধ দপ্তর, মৎস সঙ্গানিরোধ দপ্তর প্রভৃতি কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্রকে বুঝাইবে।

৬। **শুল্ক-কর, ফি, চার্জ, ইত্যাদি পরিশোধ।**—পণ্যচালানের বিপরীতে নিরূপিত শুল্ক-কর, ফি, চার্জ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য কর বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট পদ্ধতিতে পরিশোধ করিতে হইবে এবং ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত শুল্ক-করাদি, চার্জ, ফি প্রভৃতি প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

৭। **আইন বা বিধি বহির্ভূতভাবে আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা।**—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিপালনযোগ্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি বা আমদানি বা রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি প্রতিপালন ব্যতিরেকে বা অসত্য ঘোষণার মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত যে কোনো পরিস্থিতিতে আনীত এবং গৃহীত পচনশীল পণ্যচালান বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, যথা :—

(ক) শুল্কায়নের লক্ষ্যে আনীত এইরূপ পচনশীল পণ্যচালান—

(অ) যাহা আমদানি বা রপ্তানির জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শুল্কায়ন প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় বাস্তবে প্রাপ্ত পণ্যচালানের সহিত পণ্যের ঘোষিত বর্ণনার মিল পাওয়া যায় নাই;

(আ) আমদানি বা রপ্তানির জন্য উপস্থাপন করা হইলেও, প্রযোজ্য শর্ত পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে;

(ই) যাহা প্রযোজ্য শর্তানুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা দপ্তরের নিকট হইতে প্রযোজ্য সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে পারে নাই;

(ঈ) যাহা আইন বা প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান বা আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ;

(উ) যাহার শুল্কায়ন সম্পন্ন হইয়াছে; তবে শুল্ক-কর, ফি, চার্জ বা প্রযোজ্য অন্যান্য কর পরিশোধ করা হয় নাই;

(ঊ) যাহার শুল্কায়ন সম্পন্ন হইয়াছে এবং শুল্ক-কর, ফি, চার্জ বা প্রযোজ্য অন্যান্য কর পরিশোধিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদানিকারক বা রপ্তানিকারক, বা এজেন্ট কর্তৃক পণ্যচালানের খালাস গ্রহণ করা হয় নাই এবং ইতোমধ্যে পণ্যের গুণগতমান বিনষ্ট, দুর্গন্ধ, পচন, প্রভৃতি শুরু হইয়াছে মর্মে ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গিয়াছে এবং উহা পরিবেশ দূষণের কারণ হইয়াছে;

(ঋ) যাহা আইনানুগ পদ্ধতিতে আমদানি হইয়াছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হয় নাই অধিকন্তু, ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ান্তে কাস্টমস, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছে, বা পণ্য হস্তান্তর করিয়াছে বা পণ্য বুঝাইয়া দিয়াছে;

(খ) অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকৃত এমন পচনশীল পণ্য যাহা চোরাচালান সন্দেহে বা পণ্যচালান আটককালে যথোপযুক্ত আইনগত দলিলাদি উপস্থাপনে ব্যর্থ হইবার কারণে অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আটকৃত এবং আইনের ধারা ১৬৯ এবং বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করিবার বিধান রহিয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন যেই সকল পচনশীল পণ্য খালাস গ্রহণ করা হয় নাই এবং ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ান্তে এই বিধিমালা অনুযায়ী কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিয়াছে বা পণ্য হস্তান্তর করিয়াছে বা পণ্য বুঝাইয়া দিয়াছে সেই সকল পণ্য যথাশীঘ্র সম্ভব নিলামের ব্যবস্থা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে আইন ও প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধান এবং আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি পরিপালনের আবশ্যকতা রহিয়াছে সেই সকল পণ্যচালান ছাড়করণের পূর্বে আবশ্যিকভাবে উক্ত শর্তাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

(৩) পচনশীল পণ্যের নিলামের ক্ষেত্রে "পণ্য যেখানে যে অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে এবং এই বিধিমালার বিধি ৮ এর অধীন গঠিত কমিটি উহা নিশ্চিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (উ) এ উল্লিখিত পচনশীল পণ্যচালান এই বিধিমালার অধীন সংশ্লিষ্ট কমিশনার যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হইবে।

(৫) যেই সকল পচনশীল পণ্যচালান আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ অথবা পণ্যের গুণগতমান নষ্ট হইবার কারণে বা অন্য কোনো কারণে নিলাম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই, উহা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইবে—

(ক) নিলাম ব্যতিরেকে বিশেষায়িত সংস্থার নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে—

(অ) জব্দকৃত, আটককৃত, অখালাসকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য যেমন-চিনি, লবণ, প্রভৃতি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা যেমন- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের নিকট মূল্য নির্ধারণপূর্বক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে এবং উভয় সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিশনার কর্তৃক গঠিত কমিটি উক্ত মূল্য নির্ধারণ করিবে;

(আ) দফা (অ) তে উল্লিখিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ বা সমন্বয়পূর্বক পণ্যচালান নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির দফা (ক) এ বর্ণিত বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী শর্তসাপেক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত পচনশীল পণ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালনের শর্তে হস্তান্তর করা যাইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো অবস্থাতেই আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পচনশীল পণ্য উপরি-বর্ণিত পদ্ধতিতে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে না;

(খ) ধ্বংসযোগ্য পণ্যের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিধি ৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জব্দকৃত, আটককৃত, অখালাসকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত পচনশীল পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে এই আইন এবং আমদানি নীতি আদেশ বা রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী নিষিদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ হওয়ায় যথাযথ সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র দাখিল করা হয় নাই, এমন পণ্য নিলাম বা অন্যবিধভাবে নিষ্পত্তি করা যায় নাই এমন পরিস্থিতিতে উক্ত পণ্য ধ্বংসের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৬) উপ-বিধি ৫ এর দফা (খ) এর অধীন পচনশীল পণ্য ধ্বংস করিবার ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নিলাম আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস, বা কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট কর্তৃক ধ্বংসকরণের জন্য গঠিত কমিটি ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

(৭) যেই সকল পচনশীল পণ্য বিশেষায়িত সংরক্ষণ ব্যবস্থার আবশ্যকতা রহিয়াছে যেমন- ঔষধ, হিমায়িত খাবার প্রভৃতি, সেই সকল পচনশীল পণ্যের নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বন্দর বা ওয়্যারহাউস কর্তৃপক্ষ পচনশীল পণ্যের যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) প্রতিটি কাস্টমস হাউস, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট বা কাস্টমস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার পচনশীল পণ্য নিলাম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে অনধিক ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করিবে এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য চালানের ক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কমিশনার আইন অনুযায়ী যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ কমিটির প্রধান নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের পচনশীল পণ্যচালানের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নিলাম আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন গঠিত কমিটি অনধিক ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার মধ্যে নিলাম বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পচনশীল পণ্যের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৯। **পণ্যের দাবিদার।**—(১) যেই ক্ষেত্রে পচনশীল পণ্য চালান খালাসের নিমিত্ত—

(ক) যথাযথভাবে বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় নাই; বা

(খ) আমদানিকারক বা রপ্তানিকারকের উপস্থিতি পাওয়া যায় নাই বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত পচনশীল পণ্যচালানটি এই বিধিমালার অধীন নিলাম কার্যক্রম সম্পন্ন হইয়াছে; বা

(গ) নিলাম কার্যক্রম চলমান অবস্থায় উক্ত পণ্যচালানের মালিকানা দাবি করিয়া প্রমাণসহ কেহ খালাস গ্রহণ করিতে চাহিলে;

আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা এবং বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নিলাম আদেশ অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পচনশীল পণ্যের মালিকানা দাবি করিয়া পণ্য খালাসের আবেদন করা হইলে আইনের ধারা ১৭৯ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়নের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৩) পচনশীল পণ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিলামের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হইবার পর কোনো বৈধ দাবি উত্থাপিত হয় এবং উহা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত পাওনা দাবি আইনের ধারা ২০২ অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবে।

১০। **পচনশীল পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান।**—এই বিধিমালার অধীন পচনশীল পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মালিক, যদি থাকে, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১১। **আপিল।**—এই বিধিমালার অধীন কমিশনার বা যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক পচনশীল পণ্যের বিষয়ে জারীকৃত কোনো আদেশ দ্বারা আমদানিকারক, রপ্তানিকারক বা তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বা এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আইনে নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে।

১২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পচনশীল পণ্যচালান খালাস বিষয়ে ইতোপূর্বে আইনের অধীন জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ, বিশেষ আদেশ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত প্রজ্ঞাপন, স্থায়ী আদেশ, বিশেষ আদেশ এর অধীনকৃত বা চলমান কোনো কার্যক্রম বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত বা চলমান রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট

[বিধি-২ (জ) দ্রষ্টব্য]

পচনশীল পণ্যের তালিকা

১। জীবন্ত পশু, পাখি ও প্রাণী

২। জীবন্ত হাঁস, মুরগি, টার্কি ও ইহাদের বাচ্চা

৩। জীবন্ত বা তাজা ও হিমায়িত মাছ

৪। মাছের পোনা

৫। জীবন্ত মালাস্কাস

৬। ইস্ট (Yeast)

৭। জীবিত গাছপালা ও চারা বা অঙ্কুর

৮। মাশরুম

৯। তাজা ফুল

১০। তাজা ক্যাপসিক্যাম

১১। কাঁচা রাবার

১২। তাজা ফল

১৩। কুল বা বরই

১৪। খেজুর

১৫। তামাক (প্রক্রিয়াজাত নহে)

১৬। তেল বীজ

১৭। আলু বীজ সহ সকল ধরনের বীজ

১৮। খাদ্যশস্য ও শস্য (টিনজাত ও মোড়কজাত বা সংরক্ষিত হউক বা না হউক)

১৯। ডাল

২০। ছোলা

২১। চিনি

২২। বিট লবণ

২৩। সাধারণ লবণ

২৪। টেস্টিং সল্ট

২৫। দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য (বিশেষভাবে সংরক্ষিত হউক বা না হউক)

২৬। হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত মাংস

২৭। হাঁস, মুরগি ও পাখির ডিম

২৮। চকলেট

২৯। বিস্কুট

৩০। সেমাই

৩১। চিপস

৩২। নুডুলস

৩৩। চানাচুর

৩৪। আচার

৩৫। শুটকি মাছ

৩৬। হিমায়িত ও নোনা মাছ

৩৭। চা-পাতা

৩৮। কফি

৩৯। সুপারি

৪০। নারিকেল

৪১। ঘি

৪২। বাটার অয়েল

৪৩। গুড়

৪৪। বাদাম

৪৫। সার

৪৬। কাঁচা চামড়া

৪৭। পান

৪৮। মাশরুম

৪৯। পেঁয়াজ

৫০। রসুন

৫১। মরিচ

৫২। আদা

৫৩। কাঁচা হলুদ

৫৪। তাজা ও হিমায়িত শাকসবজি

৫৫। তেঁতুল

৫৬। তালমিসরি

৫৭। সয়াবেরি ডি

৫৮। কিসমিস

৫৯। অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত সকল খাদ্যদ্রব্য

৬০। প্রসাধন সামগ্রী (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬১। ঔষধ (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬২। ঔষধের কাঁচামাল (অনধিক ছয় মাস মেয়াদযুক্ত)

৬৩। ভোজ্য তেল

৬৪। যুগ্ম কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তার সামগ্রিক বিবেচনায় গুণগত মান দ্রুত হ্রাস পাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে এমন পণ্য।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব),বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd